দীর্ঘদিন পর শিক্ষার্থীদের জন্য পুনরায় চালু হলো যবিপ্রবির ক্যাফেটেরিয়া

মোঃ ইমরান হোসেন, কনট্রিবিউটিং রিপোর্টার, যবিপ্রবি

প্রকাশিত: ০৭:৪০, ১৫ জুলাই ২০২৫

ছবি- দৈনিক জনকণ্ঠ

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়া দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর অবশেষে শিক্ষার্থীদের জন্য আবারও উন্মুক্ত করা হয়েছে।

সোমবার (১৪ জুলাই) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল মজিদ আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের পরিচালক ডঃ মোঃ রাফিউল হাসান সহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

উদ্বোধনের পর ক্যাফেটেরিয়ার প্রতিটি অংশ পরিদর্শন করেন উপাচার্য। তিনি খাবারের গুণগত মান, রান্নার স্থান এবং ক্যাফেটেরিয়ার অভ্যন্তরীণ শৈল্পিক পরিবেশসহ নানা বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

ক্যাফেটেরিয়া চালুর এই বিশেষ দিনে শিক্ষার্থীদের মাঝে সুলভ মূল্যে মানসম্মত খাবার সরবরাহ করা হয়।যার ফলে ক্যাম্পাসজুড়ে বিরাজ করছিল উৎসবমুখর পরিবেশ।

এই প্রসঙ্গে অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের শিক্ষার্থী মোছাঃ রাফেয়া খাতুন বলেন,বেশ কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর আমাদের ক্যাফেটেরিয়া পুনরায় চালু হওয়ায় আমি একজন সাধারণ শিক্ষার্থী হিসেবে অত্যন্ত আনন্দিত ও উৎসাহী। শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন ক্লাস ও পড়ালেখার ফাঁকে বিশ্রাম নেওয়ার এবং মানসম্মত খাবার উপভোগ করার একটি চমৎকার সুযোগ তৈরি হয়েছে। ক্যাফেটেরিয়ার পরিবেশ ও খাবারের মান আমার কাছে যথেষ্ট ভালো লেগেছে। আশা করি ভবিষ্যতেও এই মান বজায় রাখা হবে এবং আরও উন্নত করার প্রচেষ্টা থাকবে। তবে যদি খাবারের মূল্য বাইরের দোকানগুলোর তুলনায় কিছুটা কম রাখা হয়, তাহলে এটি অধিক শিক্ষার্থী-সুলভ হবে এবং আরও বেশি শিক্ষার্থী উপকৃত হতে পারবে।

এছাড়াও উক্ত বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মোঃ শাওন কবির বলেন"ক্যাম্পাসজীবনে স্বস্তি আর বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে এক কাপ চা বা প্রিয় খাবারের গুরুত্ব অপরিসীম। সেই চিরচেনা অভাব পূরণ করতে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্ধ থাকা ক্যাফেটেরিয়াটি অত্যাধুনিক ও মনোমুগ্ধকর রূপে চালু হয়েছে। শুধু একটি খাবারের জায়গা নয়, এই ক্যাফেটেরিয়া হয়ে উঠবে শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা, আড্ডার প্রাণকেন্দ্র এবং ক্লান্তির মাঝে একটু বিরতির ঠিকানা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, স্বাস্থ্যকর খাবার এবং চমৎকার বসার আয়োজন—সব মিলিয়ে এটি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠবে বলে আমি মনে করি।

প্রসঙ্গত, যবিপ্রবির কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়াটি নানা সমস্যার কারণে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিল। সংস্কার ও নতুন ব্যবস্থাপনায় এটি এখন সম্পূর্ণ নতুন রূপে চালু করা হয়েছে।